174

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP 01 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের কালো থাবা ও গ্রুপ রাজনীতির অশুভ প্রভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি চট্টগ্রাম ভার্সিটি

আবদুল মালেক ।। চট্টগ্রামে আওয়ামী-ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের কালো থাবা ও গ্রুপ রাজনীতির অশুভ প্রভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব জনপদের একমাত্র উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। রক্তাক্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের লড়াইয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিগত ৩ বছরের শাসনামলে খুন হয়েছে ৬ জন তরতাজা তরুণ। এরপর লুটের মাল ভাগাভাগির মত হল ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে গত ১২ আগস্ট ছাত্রলীগের কথিত শফি গ্রুপ ও কলিম গ্রুপের ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। ৩ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যে কোন সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মহলে একটি মৃত বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র খুন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে-বর্তমান সরকারের আমলে। স্বাধীনতার পর মুজিববাদী ছাত্রলীগ কর্তৃক জাসদ ছাত্রলীগ নেতা আবুল মনসুর হত্যার মাধ্যমে এখানে খুনের রাজনীতির উদ্বোধন হয়। আশির দশকে সেখানে ছাত্রশিবিরের উত্থান ঘটে এক রক্তস্রোতের মধ্যদিয়ে। তখন থেকে গত '৯৬ সাল পর্যন্ত সেখানে শিবিরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে কখনো জাতীয় ছাত্র সমাজ, কখনো ছাত্রলীগ, কখনো ছাত্রদল, আবার কখনো কখনো সর্বদলীয় ছাত্রজোট। প্রতিটি যুদ্ধেই শিবিরের মুজাহিদরা জয়ী হয়েছে। এসব যুদ্ধে খুন হয়েছে সাইফুল হক, আইনুল হক, আমিনুল ইসলাম, ফারুকুজ্জামান, ফিরোজ মাহমুদ ও নুরুল হুদা মুছা।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাতারাতি প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটিয়ে দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর সেখানে ছাত্রলীগ সৈনিকরা শিবির-উৎপাতের যুদ্ধ ঘোষণা করে। দুই বছর সশস্ত্র সংঘাতের পর গত বছর ২৮ এপ্রিল শিবিরের মুজাহিদদের হারিয়ে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা ৩টি হল দখল করে নেয়। বাকি ৩টি হল দখলের জন্যও ছাত্রলীগ একাধিকবার অভিযান চালায়।

বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্রলীগ কর্তৃক হল দখলের সশস্ত্র যুদ্ধের সমন ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম খুন হয় নিরীহ ছাত্র বকুল। গত বছর ২৮ এপ্রিল হল দখলের পর ছাত্রলীগের দখলকৃত আমানত হলে ৬ মে খুন হয় ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব। এর ১২ দিনের মাথায় ভার্সিটির চলন্ত বাসে ব্রাস ফায়ারে প্রাণহারায় শিক্ষক পুত্র মুশফিক। গত বছর ২১ আগস্ট সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয় সঞ্জয় তলাপাত্র। গত ১৫ মে ক্যাম্পাস থেকে আমানত হলে ধরে নিয়ে খুন করা হয় জোবায়েরকে। এ পর্যায়ে সর্বশেষ খুনের ঘটনাটি ঘটে সেই আমানত হলে। জোবায়ের খুনের ৭ দিনের ব্যবধানে সেখানে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় সাইফুল। এসব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ৩টি হল দখলের পর ছাত্রলীগ চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের মূল্যবান গাছ পর্যন্ত কেটে নেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে।

একমাস বন্ধের পর গত ১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ১২ দিনের মাথায় চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি ও গাছ কেটে নেয়ার আধিপত্য ও আমানত হলের দখলস্বত্ব নিয়ে ছাত্রলীগের শফি গ্রুপ ও কলিম গ্রুপের ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধে ৪ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক আহত হওয়ার মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ৩ ঘন্টার নোটিশে প্রবল বর্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়। অসহায় ছাত্রছাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ ঠিকানায়। গত ১৮দিন পরেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে আওয়ামী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার শফি গ্রুপ মহানগরীর কাদের বাহিনীর আর কলিম গ্রুপ নাসির বাহিনীর আর্শীবাদধন্য। গত ১২ আগস্ট সংঘটিত যুদ্ধে কাদের বাহিনী সফি গ্রুপের পক্ষে আর নাসির বাহিনী কলিম গ্রুপের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল বলে প্রকাশ। এই গ্রুপ রাজনীতির ফলে ভার্সিটি প্রশাসনও এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের শীর্ষ মহলেও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। মধ্যপন্থী ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী ও ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মধ্যে বিবৃতিযুদ্ধ কর্তৃপক্ষের অসহায়তা তুলে ধরেছে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষ একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করেছে কলা অনুষদের ডীন ডঃ ইমরান হোসেনকে চেয়ারম্যান করে। কমিটি আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের সঙ্গে, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্রসেনার সঙ্গে ৫ সেপ্টেম্বর, ছাত্র শিবির ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ৬ সেপ্টেম্বর, এবং ছাত্রদল ও ছাত্র সমাজের সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসবে। এসব বৈঠক ফলপ্রসূ হলে ভার্সিটি খোলার উদ্যোগ নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়; বর্তমানে ক্যাম্পাসের বাইরেও ছাত্রলীগের শফি ও কলিম গ্রুপ মুখোমুখি রয়েছে। একগ্রুপ আরেক গ্রুপকে ক্যাম্পাসে উঠতে দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের ক্যাম্পাসে বাস বন্ধের ঘোষণায় ছাত্র সংগঠনগুলোও চরমভাবে ক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় বৈঠক সফল না হলে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পথ সুদূর পরাহত বলে ধারণা করা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩ বছরের সেশন জট বিরাজ করছে। লাগামহীন সন্ত্রাস বন্ধ করা না গেলে এই অচলাবস্থা অব্যাহত থাকবে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিচার না হওয়ায় এসব অস্ত্রধারী বীরদর্পে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ায় বলে পুলিশ সূত্র জানায়।